কেন দেবি সেবকে হইল রোষ!
কেন দেবি চামুণ্ডে, নৃ-মুণ্ডে আজি হইল না তোষ!
করো্যা না ভ্রুকুটি!
হয়্যে-থাকে ত্রুটি,
এখনি বিধান-মতে খণ্ডিতেছি দোষ!" ॥

মহামাংস প্রসাদ পাইবে বলি'
ডাকিনী যোগিনী সবে নাচিতেছে আনন্দে উথলি';
নিরখিল যেই
নরবলি নেই,
ক্রোধ-রক্ত নয়নে আগুন উঠে জ্বলি' ॥ ৫৪ ॥

হুহুঙ্কারে জিনিয়া প্রলয়-বায়
ধেয়্যে এ'ল তারা যেই, কাপালিক উঠিয়া পলায়।
লোল-জিহ্বায়
তা'রা পিছু ধায়,
"দে বলি দে বলি" বলি', ক্ষুধার জ্বালায় ॥" ৫৫ ॥

কপালিনী ঢাকিল তখন কায়া;
আঁধার-নিশীথে মিশাইয়া গেল জলধর-চ্ছায়া!
ছিল কবিবর
বদ্ধ-কলেবর,
মুক্ত হ'ল অমনি, এমনি দৈব-মায়া! ৫৬ ॥

এতকাল হয়েছিল নিরুপায় ;
বন্ধন যেমন ঘুচে, মৃত-দেহে প্রাণ যেন পায়।
"নমি গো বরদে
কাণ্ডারী বিপদে!"
হেন বলি' নমে গিয়া করুণার পায় ॥ ৫৭ ॥

বলিলেন করুণা "বৎস আমার!
আসিয়াছি স্বর্গ-হ'তে ঘুচাইতে যন্ত্রণা তোমার!
উঠ! বর মাগো!"
কবি কহে "মা গো!
মনে-রেখ্যো দাসেরে, চাহি না কিছু আর!" ৫৮ ॥

বলে দেবী কবিরে "যেখানে থাক',
জননী তোমার আমি চির-দিন, ডাক' বা না-ডাক'।
যাহার লাগিয়া
গৃহ তেয়াগিয়া
ফিরিছ এমন করি', কেন তাহা ঢাক?" ৫৯ ॥

কহে কবি "দেবী তুমি, তোমা-কাছে
মুখে কি বলিব আর, আঁখি তব কোথায় না আছে!
মোর চিত্ত-পট
এ নহে কপট,
দেখ' মা প্রতিমা কা'র লেখা রহিয়াছে!" ৬০ ॥

বলে দেবী "ঘুচিবে সকল ক্লেশ,
পূর্ণ হ'বে অভিলাষ, বিভাবরী না হইতে শেষ।
আইস এখন!"
বলে ভক্ত-জন,
"মাথার মুকুট মোর তোমার আদেশ!" ৬১ ॥

করুণার কথা শুনি' কবিবর
চলিল, রাখির গুণে হইয়া অদৃশ্য-কলেবর।
কম্পিত-শরীরে
নামি' ধীরে ধীরে,
পশিল ক্ষণেক-পরে বিশাল গহ্বর ॥ ৬২ ॥

মায়া-গুণে অদৃশ্য, দুদণ্ড-কাল
দাঁড়াইল যেমন, অমনি এক মূর্ত্তিমান্ কাল
প্রবেশিল তথি!
ভীম সে মূরতি
অত্যাচার! হস্তে এক প্রকাণ্ড মশাল ॥ ৬৩ ॥

গুহা-গহ্বরের, কোথা এক টের,
সেথায় চলিল দৈত্য, বক্র-পথে করি' ঘোর-ফের।
ক্ষণেকে মশাল
হইল আড়াল,
কবির চৌদিকে দিয়া আঁধারের ঘের ॥ ৬৪ ॥

ক্রন্দনের মত এক তার-ধ্বনি
পশিল কবির কাণে, প্রাণে যেন বাজিল অশনি।
মৃদু অবলার
মধুর গলার
আইল সে আর্ত্তনাদ ভেদিয়া রজনী॥ ৬৫॥

আড়ষ্ট হইয়া কবি, কাণ পাতে;
আশঙ্কা জাগিয়া-উঠি' কত-শত মন্ত্র দেয় তা'তে।
কখনো এগোয়
কখনো পিছোয়,
কখনো সম্মুখে চায়, কখনো পশ্চাতে॥ ৬৬॥

কাঁপিতে কাঁপিতে হয়ে অগ্রসর,
মশালের আলোকে নিরখে কবি অতি ভয়ঙ্কর
দারুণ ব্যাপার!
প্রমদা-বালার
চরণে শৃঙ্খল বাঁধা, যোড় দুটি কর॥ ৬৭॥

দাঁড়াইয়া সম্মুখে ভীষণ-কায়
অত্যাচার নামে দৈত্য; দুই চক্ষু যবা-ফুল প্রায়
কাদম্বরী-পানে;
প্রমদার পানে
সতৃষ্ণ নয়ন-পাতে প্রেম-ভিক্ষা চায়॥ ৬৮॥

বলে দৈত্য "যুদ্ধে যাইতেছি আমি ;
জানিস্ ত কে-সে ভয়ানক-রস রসাতল-স্বামী
যে তোরে হেতায়
রাখিবারে চায় ?
হো'স্ যদি আমার, বাঁচা'ব তোরে আমি ॥ ৬৯ ॥

আমার বচন যদি মনে-ধরে,
এই ঠাঁই যেমন আছিস্ থাক্, দুদিনের তরে।
রণ সাঙ্গ হ'লে
তোরে লয়্যে কোলে,
যাইব সমুদ্র-পার, আর কে কি করে।" ৭০ ॥

বলে ধনী "ফেলিয়া-এস্যেছি বাপে
ঘোর কারাগারে, দহিতেছি সেই দারুণ-সন্তাপে !
ক্ষম' দৈত্য-রাজ !
নিদারুণ বাজ
তোমার বচন ও যে, শুনি' অঙ্গ কাঁপে !" ॥ ৭১ ॥

বলে দৈত্য "হিত বাক্য হ'ল বাজ !
আমায় ত্যজিয়া তুই ভজিবি কি রসাতল-রাজ——
বিশ্ব যাঁ'রে ডরে ?
প'লে তাঁ'র করে,
আগেই খোয়া'তে হ'বে কুল-মান-লাজ ॥ ৭২ ॥

এখন সৈন্যের হ'ব অনুগামী ;
সমর হইলে শেষ, সিন্ধু-পারে লয়ে তোরে আমি
পাতিব সংসার ;
তোর সে পিতার
বন্ধন ঘুচা'ব পরে, এবে থাক্ থামি ॥" ৭৩ ॥

প্রমদা বলিল অশ্রু-জলে ভাসি',
"দৈত্য হয়ে এত যদি তুমি মোর হিত-অভিলাষী,
এই ভিক্ষা দেহ,—
নাহি মোর কেহ
পিতা-বিনা, তাঁর সঙ্গে হই কারাবাসী ॥ ৭৪ ॥

নহিলে তোমার দুটি পদে আজ
ত্যজিব নারী-জীবন ! নির্ভয়ে ভজিব যম-রাজ,
অধর্ম্মে না তবু
মন দিব কভু !
গেল যদি ধরম, জীবনে কিবা কাজ ॥" ৭৫ ॥

বলে দৈত্য বলী, "তুমি যাও চলি'——
আমি-মূঢ় হাত-পা আছাড়ি আর মনাগুনে জ্বলি !
চক্ষে ধারা-জল,
বক্ষে হলাহল !
পেয়েছিনু মোরে যেন ননীর পুথলি ! ৭৬ ॥

চক্ষু-জলে আমায় গলা'বি তুই!
রাশি-রাশি অমন চক্ষের জলে কত-যে পা ধুই,
তা' তুই জানিস্!
আমি কি শিরীষ-
ফুলটির মতন যে ফুঁ-দিলেই নুই? ॥ ৭৭॥

রাজ্য চা'স্? বিপুল ঐশ্বর্য্য চা'স?
কি চা'স্ আমায় বল্—পুরাইব সব অভিলাষ!
কত রত্ন-রাশি,
কত দাস-দাসী,
চাহিস্! আপনি হ'ব আজ্ঞাকারী দাস!" ॥ ৭৮॥

প্রমদা বলিল "এত যন্ত্রণা গা
আমার কপালে ছিল! যত্নে বাঁধি'-রাখিবার ভাগা।
সতীত্ব ধরম—
তুই রে অধম
তাহাতে চাহিস্ দিতে কলঙ্কের দাগা! ॥ ৭৯॥

মন তোর বুঝিবে না, কি বুঝা'ব!
পাষাণ-পরাণ তোর অশ্রু-জলে কেমনে ভিজা'ব!
কৃতান্তও নয়
এমন নির্দয়!
বিপদ-কাণ্ডারী যেই, তাঁরি ঠাঁই যা'ব!" ॥ ৮০

"হুঁ!" বলিয়া চাহে দৈত্য খট্‌মট্‌!
শেষে বলে "কোথা তোরা দু-বোন, চলিয়া-আয় ঝট্‌!"
কোথা এক কোণে
ছিল দুই বো'নে,
পলক-মাঝারে দোঁহে হইল নিকট॥ ৮১॥

ঈরিষা-বড়াই-নামে দুই বুড়ি,
নড়ি-হাতে প্রমদার নিকটে আসিয়া গুড়ি-গুড়ি
সমুখা-সমুখি
দাঁড়াইল ঝুঁকি',
নেত্রানলে ঘোমটার অন্ধকার ফুঁড়ি'!॥ ৮২॥

চিবায়ে কড়াই, বলিছে বড়াই,
"হুঁয়ে মোর কাঁপে লোক, ফুঁয়ে আমি পর্ব্বত নড়াই!"
পড়িয়া সরিষা
বলিছে ঈরিষা
"হাসি-মুখ যত আছে পুড়ি' হো'ক্ ছাই!"॥ ৮৩॥

কাঁপিতে-লাগিল ভয়ে অনাথিনী;
বলিল বড়াই-বুড়ি "হও যাও রাজার সাথিনী!
তোমার বয়িসী
রাজার মহিষী
যে আসে, আমায় বাসে প্রধান মন্ত্রিণী!॥ ৮৪॥

আমি যাঁ'রে সন্ধান দিয়াছি বলি',
বুক-ফুলাইয়া যায় রাজার সমুখ-দিয়া চলি' !
নূতন আনাড়ি
গেলে রাজ-বাড়ি,
তরাসে হইয়া-রহে আড়ষ্ট পুথলি !" ॥ ৮৫ ॥

শুনি' কহে ঈরিষা "গরব ঘুচে
পড়িলে তেমন হাতে ! রাজার সোহাগ নাহি রুচে——
মরি কি রূপসী !
পথে-ঘাটে বসি'
কাঁদিছে অমন-কত, কেহ নাহি পুছে ! ৮৬ ॥

সাধিতেই অমনি বাড়িল বুক !
উনি সতী, মোরা সবে অসতী ! সতীত্বে দিই থুক্ !"
শুনি' রূপসীর
পা হইতে শির
শিহরিয়া উঠিল, শুখায়্যে-গেল মুখ ॥ ৮৭ ॥

নিরখিয়া ডাইনীর মুখ নাক,
শুনিয়া কথার ধারা, প্রমদার নাহি সরে বাক্ !
কম্প এ'ল ধড়ে !
মূর্চ্ছিয়া বা পড়ে !
বড়াই অমনি বলে ছাড়ি' এক ডাক ! ॥ ৮৮ ॥

"ভাবিয়াছ আমায় বুড়ি-থুত্থুড়ি!
স্বর্গে মর্ত্ত্যে প্রলয় বাধিয়া-যায়, দিই যদি তুড়ি।
মাড়ি এই মোর
ধরে এত জোর,
চিবাইয়া ভাঙি আমি পাথরের নুড়ি! ॥ ৮৯ ॥

এই হাড়ে আমি ভেলকি খেলাই!
এই ত চিম্সা হাত, এই হাতে পৃথিবী টলাই!"
ঈর্ষিয়া জ্বলিয়া
উঠিল বলিয়া
"জমিছে বকুনি শুনি', শকুনি মেলা-ই! ॥ ৯০ ॥

বকি' বকি' মুখে উঠিয়াছে গেঁজ!
মনে মনে হাসিছে ও গরবিনী, দেখি' তোর তেজ!
বিষ নাই কণা,
কুলো-পানা ফণা!
সমর্থ মেয়ের ও'তে মোটা হয় লেজ!" ॥ ৯১ ॥

বড়াই বলিল "তোর বড় হই,
আমায় ঘুরা'স্ চোক! আর আমি হেতায় না রই!
মোরে, ও-রে রিষ,
দিদি না বলিস্,
দেঁতো-মুখ আজি তোর না যদি থেঁতই!" ॥ ৯২ ॥

এত বলি' গুড়ি-মারে অন্ধকারে,
দু-চারি পা এগোয়, পিছনে আর ফিরিয়া নেহারে!
বিড়-বিড় বকি',
নড়ি ঠক্-ঠকি',
ক্রমে তবে পঁহুছায় কোটরের দ্বারে ॥ ৯৩ ॥

দ্বার-হৈতে নামিতে সিঁড়ির ধাপে,
হোঁচট্ খাইয়া পড়ি', ঈরিষারে ডুবাইল শাঁপে—
"শিশু-রক্ত-খাকী!
বিষ-ভরা আঁখি!
মোরে তুই গালি দিস্, গা তোর না কাঁপে! ৯৪ ॥

এই দ্যাখ্ হাতের নড়ির গুণ!
বাতাসে কি দাগে দ্যাখ্! এই তোর কপালে আগুন!
কালো ঘুর্ ঘুর্যে
বুক খা'বে কুর্যে!
শকুন, শিয়রে বসি', বাছিবে উকুন!" ৯৫ ॥

প্রমদারে বলিছে ঈরিষা-বুড়ি,
"যাবে লো শ্বশুর-বাড়ি, হাতে পরাইয়া দিই চুড়ি!
যা'বে প্রিয়-কাছে——
কাঁদিতে কি আছে!
নড়িলে, ভাঙ্গিব হাত, মুচড়ি' মুচড়ি'!" ৯৬ ॥

এত বলি' পরাইল হাতকড়ি ;
ব্যথায়, প্রমদা-বালা, ধরাতলে লুটাইয়া-পড়ি'
সব দেখে ফাঁকা ;
আগুণের ছাঁকা
দিল যেই ঈরিষা, উঠিল ধড়্মড়ি' ॥ ৯৭ ॥

দৈত্য কহে "আজিকে এই অবধি !
রণ-হৈতে ফিরি'-আসি আমি আগে, শত্রু-দলে বধি',-
শুনে যদি বাণী
হ'বে রাজ-রাণী,
না শুনিলে বিনাশিব দগধি' দগধি' ॥" ৯৮ ॥

যুদ্ধে গেল দানব সে নিরদয় ;
ঈরিষা কোটরে গেল ; দেখি' সব অন্ধকার-ময়
কাঁদিছে প্রমদা
"কোথা মা বরদা !
কোথা মা করুণা-ময়ী এমন সময় !" ॥ ৯৯ ॥

মেঘ-যানে করুণা দিলেন দেখা
প্রমদার নয়নে ; জলদাসনে যেন চন্দ্র-লেখা ;
অথবা এমনি
স্থির-সৌদামনী—
নিকষ-পাষাণে যেন সুবর্ণের রেখা ! ১০০ ॥

আশ্চরিজ হইয়া প্রমদা কয়
"কোন্ কৃপাময়ী দেবী হরিতে আইলে মোর ভয়
এ দারুণ স্থানে!
ভয় হয় প্রাণে——
মন যা বলিছে মোর, মিথ্যা পাছে হয় ॥ ১০১ ॥

সত্য করি' বল' মোরে, কে তুমি মা!
পড়িয়া দৈত্যের হাতে, নাহি মোর যন্ত্রণার সীমা!"
শুনি' দেবী কয়
"কে হেন নির্দ্দয়——
লোহার খনিতে রাখে সোনার প্রতিমা! ১০২ ॥

ও-যে রূপ, স্বর্গ-ধামে সাজে ভাল!
কেঁদ' না! পালিবে ধর্ম্ম তোমায়, ধর্ম্মে যখন পাল'!
কান্না শুনি' আমি
আসিয়াছি নামি'!
বর-তনু-পরশে কর-সে রথ আলো।" ১০৩ ॥

এত বলি' প্রমদারে ধরি'-তোলে
নবীন-নীরদ-রথে; পরে তাঁরে বসাইয়া কোলে
মুছে অশ্রু-বারি;
প্রমদা-কুমারী
পরাণ পাইয়া-উঠে স্নেহের হিল্লোলে ॥ ১০৪ ॥

বলে বালা "অভাগীর দুখানলে
বরষিলে শান্তি-বারি, নমি মা তোমার পদতলে!"
বলি' হেন বাণী,
কাতর পরাণী
পাদ-পদ্ম ভাসাইল নয়নের জলে ॥ ১০৫ ॥

বলে বালা "কে আছে গো তোমা-সম
সন্তাপ-হারিণী মাতা! সকল ভরষা তুমি মম!
দাসীরে আশিষ'!
প্রসাদ বরিষ'!
অভয়-চরণ-তলে নমো-নমো-নম ॥" ১০৬ ॥

কৃপাময়ী বলিল "আর কেঁদ' না!
আশিষিনু তোমায়, পেয়েছ তুমি যেমন বেদনা,
শত-গুণ তা'র
পাবে পুরস্কার!"
এত বলি' প্রমদারে করিল সান্ত্বনা ॥ ১০৭ ॥

কবিরে বলিল দেবী "দেব-দেবে
প্রণমিয়া, এ'স জলদের পিছু; তাঁহারে যে সেবে,
ভয় নাই অণু
সে জনার; তনু
অদৃশ্য আছে তোমার, দৃশ্য হো'ক্ এবে ॥" ১০৮

চলে কবি রথের পশ্চাৎভাগে ;
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুহা-গহবর দেখি' ভয় লাগে।
দেখে নদী-নদ,
কোথাও বা হ্রদ,
কিন্তু না দেখিতে পায় গেছে কোন্-বাগে ॥ ১০৯ ॥

দেখা-দিল অদূরে পন্নগ-ধাম !
আকাশ-পাতাল যুড়ি', উঠিয়াছে ধাতুময় থাম !
মহা-আয়তন
দিব্য-নিকেতন,
রতনে-রতন-ময় মনো-অভিরাম ॥ ১১০ ॥

কোটি রত্ন বিলসিছে, কোটি রাগে !
পাতালে এমন স্থান——কবিবরে চমৎকার লাগে !
সকলি নিস্তব্ধ !
নাহি সাড়া শব্দ !
জলের কল্লোল-ধ্বনি শুনা-যায় আগে ॥ ১১১ ॥

পদ-শব্দ শুনায় এমনি ধীর—
মন্দানিলে তরঙ্গ পদার্পে যেন তীরে জলধির !
শ্রবণ-প্রবণ
গহ্বর-ভবন,
সামান্য শব্দটিতেও নহেক বধির ॥ ১১২ ॥

চুঁ-শব্দ টি হইলেই, তাড়াতাড়ি
তাহারে লুফিয়া-লয় দশদিক্, করি' কাড়াকাড়ি।
ধ্বনি-প্রতিধ্বনি
জাগিয়া অমনি,
অল্প-সূত্রে করি'-তুলে মহা বাড়াবাড়ি ॥ ১১৩ ॥

অবাকিয়া দেখিল কল্পনা-প্রিয়,
স্তরে স্তরে বিস্তারিয়া-চলিয়াছে হর্ম্ম্য রমণীয়।
রত্ন-দীপ জ্বালা,
সুনিভৃত শালা ;
গাইতেছে নাগ-বধূ, ঢালিছে অমিয় ॥ ১১৪ ॥

কবির শুনিল যেই পদ-শব্দ
দাঁড়াইল অমনি নাগিনী-সবে হইয়া নিস্তব্ধ ;
হেরিয়া যুবক
লাগিল চমক ;
স্বপ্ন-মাঝে চেতন হইল যেন লব্ধ ॥ ১১৫ ॥

সারি-সারি যতেক নাগিনী-দল
করুণার পাদ-পদ্মে প্রণমিল ; প্রেম অশ্রু-জল
নয়নে সবার
ঝরে অনিবার ;
বলে "এত দিনে হ'ল জনম সফল ॥" ১১৬ ॥

এই-রূপ নানা দৃশ্য নেহারিয়া,
মেঘ-যানে চলে দেবী রসাতল পশ্চাতে করিয়া।
ক্রমে কথাচ্ছলে
প্রমদারে বলে,
"কেন হ'ল হেন দশা কহ বিবরিয়া॥" ১১৭॥

কহে বালা "যে অনলে মোর প্রাণ
জ্বলিতেছে দিবা-নিশি, বলি যদি গলিবে পাষাণ।"
নয়ন-যুগল
করি' ছলু ছলু,
কাঁদো-কাঁদো হয়্যে-এ'ল কমল-বয়ান॥ ১১৮॥

বসনের আঁচল লইয়া টানি',
মুছিয়া নয়ন-ছুটি, আরম্ভিল কোমল-পরাণী।
আগে আধো-আধো,
যেন বাধো-বাধো,
ক্রমে সামালিয়া বেগ, ফুটি'-কহে বাণী॥ ১১৯॥

"মলয়-পুরের যিনি নরপাল,
নাম ঋতু-রাজ, তাঁর কন্যা হয়্যে হইলাম কাল।
পুষ্পিত কাননে
বন্ধু-জন সনে
আমোদ-প্রসঙ্গে পিতা যাপিতেন কাল॥ ১২০॥

তাপ-নামে প্রজা এক ছিল তাঁর ;
আমা-পানে করিল কু-দৃষ্টি-পাত, সেই দুরাচার।
পিতা তা'রে ডাকি'
বলিলেন হাঁকি',
"ছাড়' দেশ ! তোমায় দেখিনা যেন আর !" ॥১২১॥

মরু-পুর নামে এক, আছে দেশ ;
সেই ঠাঁই গিয়া তাপ সেথাকার হইল নরেশ।
চাহিল আমারে
রাণী-করিবারে,
পিতার তা' রুচিল না ; তেঁই তা'র দ্বেষ ॥ ১২২ ॥

এক-দিন লইয়া সৈন্য-সামন্ত,
আক্রমিল আসিয়া পিতার পুরী, অরি সে দুরন্ত।
করিল যে-কার্য্য,
গেল সব রাজ্য
তা'র হাতে ; সপ্তাহেক না হইতে অন্ত ॥ ১২৩ ॥

কারাগারে পিতারে করিল বন্দি,
অন্তঃপুরে আমায় ; কি ক'ব তা'র নষ্ট অভিসন্ধি,—
ঘোর রাত্রি-বেলা
আইল একেলা ;
বলিল "এসেছি আমি করিবারে সন্ধি ॥ ১২৪ ॥

প্রেম-দানে আমায় শীতল কর্ ;
পিতা তোর নিরাপদে যা'ক্ চলি', দেশ-দেশান্তর ;
নৈলে তোর পিতা,
না জ্বলিতে চিতা,
শৃগালের কুকুরের পুরা'বে উদর ॥" ১২৫ ॥

আমি বলিলাম 'এত নিরদয়
হয়্যো না আমার প্রতি ; জ্বলিতেছে আমার হৃদয়,
দাবানল যথা ;
না জুড়া'লে ব্যথা
কেমনে হইবে তা'তে প্রেমের উদয় ॥' ১২৬ ॥

বলে দৈত্য 'দিবস দিলাম ত্রিশ
মন করিবারে শান্ত ; এক মাত্র ভরসা জানিস্
আমার সন্তোষ ;—
বাঁদী বই নো'স্ !'
এত বলি গেল চলি' দুচক্ষের বিষ ॥ ১২৭ ॥

স্মরিলে তা' এখনো হৃদয় কাঁপে !
ভাবিয়া হইনু সারা 'কেমনে এড়াই মহাপাপে !
কায়া-মায়া ত্যজি
যমে যদি ভজি,
রাখিবে না পামর তা' হ'লে মোর বাপে ॥' ১২৮ ॥

মরিবারে সাধ, তাহাতেও বাদ
সাধিল যখন বিধি ; শিলা-ভার এমনি, বিষাদ
চাপাইল বক্ষে—
অনিমিখ চক্ষে
পোহায় না দুখ-নিশি, করি আর্ত্তনাদ ! ॥ ১২৯ ॥

হইয়া-উঠিনু যেন উনমাদ !
আচম্বিতে এক-দিন শুনিলাম যুদ্ধের নিনাদ।
অসির ঝঙ্কারে,
বীরের হুঙ্কারে,
মনে-হ'ল শমনের বেড়েছে আহ্লাদ ॥ ১৩০ ॥

ভাবিলাম 'বিধি বুঝি সকরুণ !
তাপ-বংশ হো'ক্ ধ্বংস ! হো'ক্ যুদ্ধ ! জ্বলুক্ আগুন !'
কাঁপি' কাঁপি' ডরে,
দেখিলাম পরে,
আসিতেছে দুইজন দৈত্য নিদারুণ ॥ ১৩১ ॥

জয়-রবে কর্ণ-পাতি' জানিলাম,
ভয়ানক-রস রাজাধিরাজ এক-জনের নাম ;
অন্য সে জনার
নাম অত্যাচার ;
তখন বুঝিনু আমি, বিধি মোরে বাম ॥ ১৩২ ॥

অত্যাচারে বলিল সে দৈত্য-রাজ,
'আমি যুদ্ধ করিতেছি, তুমি এবে কর' এই কাজ—
রাজার বেটীরে
আঁধার কুটীরে
লয়্যে-যাও, সে যুবতী মোর হ'বে আজ ॥' ১৩৩ ॥

এইরূপ কথোপকথন-মাঝে ;
করাল-পর্জ্জন্য-নামে দৈত্য এক, সমরের সাজে
আসি' দ্রুত-গতি,
করিয়া প্রণতি
বলিল 'কি আর দিব রসাতল-রাজে—১৩৪

অরি-মুণ্ড লও এই মহারাজ !
এ মুণ্ড তাপ-রাজার, নাই এবে মুকুটের সাজ।'
রসাতল-পতি
হয়্যে হৃষ্ট-মতি
বলিল 'ইহারি মধ্যে করিয়াছ কাজ? ১৩৫ ॥

উত্তম ! পাইবে তুমি পুরস্কার !
আপাতত' এই লও, এ'র নাম তড়িৎ-বিহার !
এ যবে বিলসে,
নয়ন ঝলসে !'
এত বলি' দিল এক অসি চমৎকার ॥ ১৩৬ ॥

ক্ষণ-পরে পশিয়া আমার ঘরে
অত্যাচারে বলিল 'এ যুবতীরে পাতাল-গহ্বরে
রাখ' গিয়া পুরি';
শাসি' এই পুরী
যাইব আমি তথায় সন্ধ্যার ভিতরে।' ১৩৭ ॥

অত্যাচার আমায় তুলিয়া রথে
ধাইয়া-চলিল যবে, দৈব-বশে দেখা-দিল পথে
বীর-রস বীর,
সদা উচ্চ-শির!
হেরি' তা'র শরীর অরির মন ব্যথে ॥ ১৩৮ ॥

আমার ক্রন্দন শুনি', বীর-রস
বলে 'মোর সম্মুখে অবলা হরে—কাহার সাহস?'
বলি' অশ্ব-দলে
আটকিল বলে;
অত্যাচার বলিল, কাঁপায়ে দিক্ দশ ॥ ১৩৯ ॥

'সাহসের জিজ্ঞাসিস্ পরিচয়,
অথচ শরীরে তোর একের অধিক মাথা নয়!
কাজে তুই খর্ব্ব,
মুখে তাই গর্ব্ব!
দু-পদ এগিয়া আসি' জিজ্ঞাসিতে হয়!' ১৪০ ॥

বীর-রস হইয়া দারুণ ক্রুদ্ধ
ধেয়ে-এল অমনি ; বাধিল তবে ভয়ানক যুদ্ধ।
রুধিরে-রুধির
হ'ল দুই বীর,
অত্যাচার পড়ি'-গেল হাতিয়ার-শুদ্ধ ॥ ১৪১ ॥

বীর বলে 'এবার দিলাম প্রাণ !
পুন' যদি দেখি' তোর নস্ট-রীত, পাইবি না ত্রাণ !'
এতেক কহিয়া
আমায় লইয়া
দুর্গ-মধ্যে রাখিল করিয়া সাবধান ॥ ১৪২ ॥

বিশ্রাম লভিয়া বীর দিন-দুয়ে,
প্রমোদের আশ্রয়ে সঁপিল মোরে ; সভা-মাঝে থুয়ো
নৃপ-সাথে যেই
গেল বীর, সেই
পাতালে আসিয়া মোর পা পড়িল ভুঁয়ে ॥" ১৪৩॥

দুঃখের কাহিনী শুনি' প্রমদার,
কত তা'রে সান্ত্বনা করিল দেবী, মুছি' কতবার
করিল নয়ন
বিমল গগন,
কতবার পুন' হ'ল মেঘের সঞ্চার ॥ ১৪৪ ॥

বলে দেবী "কুসুম-কোমল তনু
তাপে ম্লান হয়েছে বাছার,—আর ভয় নাই অণু!
চিরন্তন সুখ
দেখাইবে মুখ!
ছুটি' যা'বে বাদল ফুটিবে ইন্দ্রধনু! ১৪৫ ॥

দিব্য-চক্ষে পষ্ট দেখিতেছি আমি,
পিতারে দেখিবে তুমি সিংহাসনে, বীর হ'বে স্বামী
শত্রু-দল বধি'!
অশ্রু-ধারা-নদী
সুখার্ণবে মিলিবে! দু-দণ্ড থাক' থামি'!" ১৪৬ ॥

হেন কালে কল-কল-কল রোল
শ্রুতি-পথে আইল; প্রথমে যেন জলধি-কল্লোল;
ক্রমশ' ধুঁধুরি
শঙ্খ ভেরী তুরি
স্পরধিয়া গগণ ছাড়িয়া-উঠে বোল ॥ ১৪৭ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

সমর প্রয়াণ।

নিরখি' সম্মুখ-বাগে
কবির চমক লাগে,
বীর-সৈন্য আসিতেছে কাতারে কাতারে।
ধবল কিরীট-পুচ্ছ
স্বর্গ-মর্ত্ত্য করে তুচ্ছ,
উত্তাল-তরঙ্গ যেন ফেন উদগারে॥
সহস্র জিনিয়া সত্ত্ব
তুরঙ্গম রণ-মত্ত,
তাহে আরোহিয়া বীর হ'ল আগুয়ান।
হস্তে অসি ভয়ঙ্কর,
দারুণ প্রলয়ঙ্কর,
দেখিলেই থর-থর কাঁপয়ে পরাণ॥ ১॥

করুণা-দেবীরে দেখি',
বীররস বলে "একি!
সাক্ষাৎ ভবানী এ-যে জলদ-বিমানে।

লক্ষ্মী-রূপা কে রূপসী,
পাদ-পদ্ম-তলে বসি',
অবনী-লিখিছে অব-গুণ্ঠিত বয়ানে!"
বলিল ক্ষণেক-পরে
জীমূত-গভীর স্বরে,
"সৈন্য-গণ দাঁড়াও!" অমনি সব বীর
দাঁড়াইল সারি-সারি;
বীর-রস আগুসারি',
পূজিল চরণ-পদ্ম করুণা-দেবীর ॥ ২ ॥

বলিল করুণাময়ী
"ধর্ম্ম-যুদ্ধে হও জয়ী!
চিরজীবী হয়্যে-থাক', ভুঞ্জহ মেদিনী!
কীর্ত্তিতে পুরুক্ ধরা,
সার্থ হো'ক্ অসি-ধরা!"
হেন আশিষিলা দেবী সন্তাপ-নাশিনী ॥
কবিরে ডাকিয়া পরে
বলিলেন বীর-বরে
"ভক্ত মোর এজন ইহারে লও সাথে।"
এত বলি' শুভঙ্করী
কবিরে কৃতার্থ করি',
বীর-কুল-কেশরীর সঁপিলেন হাতে ॥ ৩ ॥

হেন কার্য্য সাধিয়া, নীরদ-রথে
আদেশিল কৃপা-ময়ী "চল বাছা অদর্শন-পথে!"
নিদর্শন তাঁ'র
রহিল না আর!
অসংখ্য তাঁহার কাজ, অসংখ্য জগতে ॥ ৪ ॥

ঠাহরিয়া-দেখিয়া উত্তম দেশ,
সৈন্য-গণে বীররস বিশ্রামিতে করিল আদেশ।
সৈন্য-সমাবেশ
হৈল যবে শেষ,
কবির, করিল তবে, শিবির-নির্দ্দেশ ॥ ৫ ॥

স্বপক্ষের সহায়-সামর্থ্য যত
সকল একত্র করি' বীররস, তা'র মধ্যগত
যতেক প্রধান
করি' আহবান,
মন্ত্রণায় বসিলেন হইয়া সংযত ॥ ৬ ॥

দেব-দ্বয় মৈত্র আর অনুরাগ,
স্বাস্থ্য, দাক্ষ্য, কৌশল, এমনি আর যত মহাভাগ,
ঘেরি' বীর-রসে
মন্ত্রণায় বসে;
প্রহরী-সৈন্যেরা মাত্র আছয়ে সজাগ ॥ ৭ ॥

সহসা প্রহরী-গণ দ্রুত-গামী,
জনেক জটীরে ধরি'-আনি' কহে "বলিছেন স্বামী,
'কাপুরুষ-দ্বেষী
বীর-শুভান্বেষী
দৈত্য-দানবের যম, উগ্রতপা আমি' ॥" ৮ ॥

বীরে বলে কৌশল "কপট ইনি!"
কবি বলে "এঁর নাম ভণ্ডতপ, এঁরে আমি চিনি।"
কহে ভণ্ড-তপ
"তবে তপ-জপ
মিথ্যা মোর? মঙ্গল করুন্ কপালিনী! ॥ ৯ ॥

কে তুমি? আমায় বলিতেছ ভণ্ড?
জান' না, রুষিলে আমি, বীরের প্রতাপ দোর্দণ্ড
সব হ'বে পণ্ড!
দেখা'ব, পাষণ্ড,
দেবতার কোপ-দৃষ্টি কেমন প্রচণ্ড? ॥" ১০ ॥

বীর বলে "বারতা কি বল তাই!"
ভণ্ড বলে "কাছে শত্রু তথাপি তোমরা দেখ' নাই!
দ্বেষ হিংসা আর
ঘোর অত্যাচার
এই তিন দানব মিলেছে এক ঠাঁই! ॥ ১১ ॥

পিছনে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী!
তাহে ভয়ানক-রস, রণার্ণবে ভীষণ কাণ্ডারী!"
এড়াইতে দণ্ড
সত্য কহে ভণ্ড;
গুপ্ত-চর কিন্তু সে মোহন্ত জটাধারী! ॥ ১২ ॥

বীর বলে "আদেশ প্রচার কর'
সাজিয়া দাঁড়া'ক্ সৈন্য, মন্ত্রণায় মিথ্যা কাল হর'!
দানবের সেনা
বিলম্ব সহে না,
আমরা কি সহিব? ধর' কৃপাণ—ধর'!" ॥ ১৩ ॥

বলিলেন কৌশল "কাজের আগে
মন্ত্রণার বচন শুনিবে, না-ও যদি ভাল-লাগে।
মন্ত্রণা যা' বলে
কালে তাহা ফলে!
ধৈর্য্য হারাইতে নাই কার্য্য-অনুরাগে ॥ ১৪ ॥

ধৈরজ ধরিয়া শুন', পরামর্শ;
মাথার উপর-দিয়া গেছে মোর পঞ্চাশত বর্ষ,—
তাহার বিংশতি
এই ব্রতে ব্রতী!
মোর বাণী না শুন'—ত্রিপুর হ'বে হর্ষ!" ॥ ১৫ ॥

বীর বলে "শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ-বচন,
তথাপি সম্মুখ-রণে বিলম্বিতে নারি কদাচন।
জয়-বা-মরণ
করো না বারণ ;
আর যাহা বল' তাহা শিরো-অভরণ॥" ১৬॥

কৌশল বলিল "তব অসি-চর্ম্ম
কাড়িয়া লইতেছি না! শুন' আগে বচনের মর্ম্ম,—
শুনি', তা'র পর
করিও উত্তর!
যাহা আমি বলিব তোমারি তাহা কর্ম্ম॥ ১৭॥

যুটিয়াছে যত দৈত্য, যত দানা,
যত যা'র বল-বীর্য্য-পরাক্রম, আছে মোর জানা।
অগ্রসর হয়্যে
যে'তে চাই লয়্যে,
ষোলো-আনা বলের কেবল দুই আনা॥ ১৮॥

অসুর-দুজনে আর দৈত্য-তিনে
ছলে আকর্ষণ-করি' আনি'-দিব তোমার অধীনে।
তুমি তা'র পর
আছ বীর-বর,—
রক্তে ডুবাইবে সবে, শস্ত্র-দুরদিনে॥ ১৯॥

দাক্ষ্য স্বাস্থ্য যুঝিবে দুর্ভিক্ষ মারী ;
দ্বেষ-হিংসা-দোঁহে মৈত্র-অনুরাগ দেব-অস্ত্র-ধারী।
অত্যাচারে আমি
রসাতল-গামী
করিব, ভয়াল-রস বধ্য সে তোমারি ॥ ২০ ॥

সন্ন্যাসীটি নহেন সামান্য লোক !
বোধ হয় গুপ্তচর ! উগরিছে কটা দুই চোক
দুষ্ট অভিসন্ধি !
কর' ও'রে বন্দি !
ভেদ করিয়াছি আমি উহার নির্মোক ॥ ২১ ॥

কে আছিস্, উহারে বাঁধিয়া রাখ্ ;
বিচার হইবে পরে, হত্যাকাণ্ড আগে হয়ো যাক্—
হই আগে স্থির !
যুদ্ধ ঘোষ' বীর—
রণ-ভেরী বাজুক, বাজুক জয়-ঢাক ! ২২ ॥

পাতাল-অবধি-গগন স্পরধি'
বাজিল যখন তূরী-ভেরী-শঙ্খ, বাহিনী-জলধি
একটি ইঙ্গিতে—
ঘোর তরঙ্গিতে
লাগিল, এ-মুড়া হ'তে ও-মুড়া অবধি ॥ ২৩ ॥

ঝঙ্কনিয়া উঠিল অযুত বর্ম্ম
মুহূর্ত্তে সাজিয়া-দাঁড়াইল সৈন্য ধরি' অসি চর্ম্ম।
সাদী সবে, অশ্ব
বাছি' লয়ে স্ব স্ব,
আরোহিয়া-বসিল সাধিতে বীর-ধর্ম্ম ॥ ২৪ ॥

কৌশল, মন্ত্রণা করি' সমাধান,
কামান, পদাতি, সাদী, সবাকার নিরূপিয়া স্থান,
লইয়া কেবল
অল্প দল বল,
করিল রিপুর আগে পলায়ন-ভান ॥ ২৫ ॥

দানবেরা ভাবিল, অসংখ্য দল
পলাইছে তরাসে, এমনি খেলা খেলিল কৌশল।
দ্বেষ-হিংসা আর
ঘোর অত্যাচার
পিছনে করিল তাড়া লয়ে দল-বল ॥ ২৬ ॥

রিপু-মাঝে ফেলিয়া কৌশল-চার,
চাহি'-আছে বীর-রস কতক্ষণে আসে অত্যাচার;
সকলি প্রস্তুত,—
হেন-কালে দূত
"অসুর দাব-সেনা" দিল সমাচার ॥ ন২৭ ॥

"সৈন্য-গণ দাঁড়াও!" বলিল বীর
"সাজাইয়া কামান, কৃপাণ খুলি', হয়ে-থাক' স্থির।
আসিছে অরাতি
যেন মত্ত হাতি,
সিংহের বদন-দ্বারে নিবেশিতে শির॥ ২৮॥

অই শুন', দানবের অহঙ্কার
শাসাইছে স্বর্গ-মর্ত্ত্য! অই শুন' ছাড়িছে হুঙ্কার!
কা'র সঙ্গে যুঝে
তাহা নাহি বুঝে!
তোমা-সবে চিনে না, চিনিবে এইবার! ২৯॥

এক দেহে ধরিয়া অযুত প্রাণ,
একপ্রাণ ধরিয়া অযুত দেহে, রাখ' এই স্থান!
কামান-বন্দুক
যতই গর্জ্জুক,
অটল হইয়া থাক' অচল-সমান॥" ৩০॥

রিপু-বল-দলন চরণ-দাপে
কাতারে কাতারে এ'ল দৈত্য-গণ, ভীষণ-প্রতাপে।
দ্বেষ হিংসা আর
ঘোর অত্যাচার,
তিনে দেখি' এক ঠাঁই চৌদ্দ-লোক কাঁপে॥ ৩১॥

রণ-শিঙ্গা, ঘোরানলে দিয়া ফুঁক,
রোষে কাঁপি' ঘোষে যেন, শমনের লাগিয়াছে ভুখ!
অযুত-অধিক
দেখিয়া অনীক,
দিগ্বধূ-সবার বুক করে ধুক্‌ধুক্‌॥ ৩২॥

বীর-সৈন্যে করিয়া ভীষণ লক্ষ্য,
ঝটিতি দানব-সেনা বিস্তারিল মহা দুই পক্ষ।
কামানের রথ
(সম্মুখের পথ
পরিষ্কার করিবারে শমন প্রত্যক্ষ) ৩৩
ঘর্ঘরিয়া দাঁড়াইল আগে গিয়া।
হ্রেষি'-উঠি' তুরঙ্গ, সমর-রাগে বিষম রাগিয়া
বঙ্কিম-গ্রীবায়
খলিন চিবায়;
বীরের হৃদয়ে উঠে আগুণ লাগিয়া॥ ৩৪॥

বলে বীর যোধ-সবে,
"মাত' রণ-মহোৎসবে,
দ্রুত-গতি আসিতেছে শমনের খাদ্য।
তোমাদের জয়ে আজ
তুষ্ট হ'বে দেব-রাজ
স্বর্গ-ময় হ'বে আজি নৃত্য-গীত-বাদ্য॥ ৩৫॥

সেই স্বর্গ চাহ' যেই
আজি এই মুহূর্ত্তেই
পাইবে! না পাও যদি তোমাদেরে ধিক্!
ধরিও না তলবার,
প্রত্যেকে তোমা-সবার
না যদি বধিতে-পার' শতের অধিক ॥ ৩৫ ॥

অত্যাচার-হত্যাঘরে
পৃথিবী রোদন-করে,
ঘাতকের হস্তে যথা গাভী দীন-হীন।
রাখাল তোমরা-সবে,
বৎস-গণ আর্ত্ত-রবে
তোমাদের পানে তেঁই চাহে নিশি-দিন ॥

তোমরা থাকিতে বীর,
এই দশা পৃথিবীর?
বীরের সম্মুখে দৈত্যে তুলিবে মস্তক?
হান' বাজ! হান' বাজ!
জানুক্ দানব-রাজ
বীর-হস্তে কৃপাণ কেমন ভয়ানক! ৩৬ ॥

মর্ত্ত্য-দেহে কর' সবে তুচ্ছ বোধ!
লভ' স্বর্গ, লভ' জয়! এগোও এগোও সব যোধ!
দীন-অশ্রু-জলে
সমুদ্র উথলে,
রুধির-সমুদ্রে আজি দেও তা'র শোধ॥" ৩৭ ॥

যেই-মাত্র শুনিল বীরের বাণী,
সিংহ-নাদ ছাড়ি'-উঠে, দশ-লক্ষ অভীত পরাণী!
অযুত তুরঙ্গ
তেজ-স্ফীত-অঙ্গ
হ্রেষিতে লাগিল ঘোর, শান্তি নাহি মানি' ॥ ৩৮ ॥

তা'র সঙ্গে বৃংহিতে-লাগিল করী;
শত-শত জয়-শিঙ্গা বাজি'-উঠে ঘোর শব্দ করি'।
তুরী-ভেরী-শঙ্খ
বাজিল অসংখ্য,
কাঁপাইয়া দিক্-দশ গগন বিদরি' ॥ ৩৯ ॥

চারিদিকে জমিতে-লাগিল মেঘ,
কায়া যা'র নিবিড় সৈনিক-পংক্তি, মহা যা'র বেগ।
সম্বরিয়া কোপ
মৌন রহে তোপ;
স্তব্ধতায় জনমায় প্রাণের উদ্বেগ ॥ ৪০ ॥

অস্ত্র ধরি' সবে, আছয়ে নীরবে;
অধীর হয়েছে কিন্তু, মাতিবারে সমর-উৎসবে!
বেগে ধ্বজ-পট
করে লটপট,
ঊর্ম্মি বিলসিত করি' সেনা-মহার্ণবে ॥ ৪১ ॥

কামানের তখন খুলিল মুখ,
নাচাইয়া বীরের, কাপুরুষের দমাইয়া বুক।
জুড়ি' রণ-ভূম
উড়ি'-উঠে ধূম,
বিদ্যুতিয়া-উঠে তায় অযুত রঞ্জুক ॥ ৪২ ॥

কামানের উত্তর প্রতি-উত্তর
আরম্ভিল ; ফোয়ারা খুলিয়া-গেল অমনি সত্বর
শত-শত সের
আয়স-পিণ্ডের ;
প্রলয়ে মাতিল যেন আগ্নেয় ভূধর ॥ ৪৩ ॥

হইতেছে এমনি গোলার বৃষ্টি,—
তোপের ধমকে তাপি' গগন, করিছে যেন সৃষ্টি
অসংখ্য উলকা——
ছাড়িয়া হলকা
জ্বলিয়া-চলিছে গোলা ধাঁদাইয়া দৃষ্টি ॥ ৪৪ ॥

দূর-হৈতে নাশিয়া অরাতি-দল
বীরত্ব বিরক্ত হ'ল ; হাতে-হাতে পাইবারে ফল,
চোঙে ভরি' গুলি
জয়-ধ্বজা তুলি'
পৃথ্বী কাঁপাইয়া-চলে বীররস-বল ॥ ৪৫ ॥

ফিরিল না কেহই—কি দুঃসাহস!
নশ্বর শরীর-পাতে কিনিল অবিনশ্বর যশ!
দ্বিগুণ উদ্যমে
দল-বল জমে,
দ্বিগুণ গর্জ্জন-রবে কাঁপে দিক্‌-দশ॥ ৪৬॥

মৃত-দেহ পদ-তলে মরদিয়া,
এগিয়া-দাঁড়ায় শত-শত বীর যমে স্পরধিয়া।
স্মরি' বীর-ব্রত
ধায় শত-শত,
লক্ষ কামানের মুখে বক্ষ পাতি' দিয়া॥ ৪৭॥

সাক্ষাৎ সংহার-মূর্ত্তি যেন শূলী,
আক্রমিল বীর-রস; অমনি অজস্র গোলা-গুলি
পড়ি' অনর্গল
ভাঙে দৈত্য-বল,
হল্লা করি' চলে বীর তলবার খুলি'॥ ৪৮॥

অস্ত্রে অস্ত্রে না হইতে ঘরষণ,
যাহা বরষিবার, বন্দুক, তাহা করি' বরষণ,
বেগে অকস্মাৎ
করিয়া ঝণাৎ
ধরিল আরেক মূর্ত্তি লোম-হরষণ—৪৯

দাঁত মেলি'-উঠিল সঙ্গীন-ছুরি!
নিবিড়-জলদ যেন দিশি-দিশি উঠিল চিকুরি'!
সম্মুখা-সম্মুখি
দুই দল ঝুঁকি'
রণ-ভূমি করি'-তুলে শমনের পুরী ॥ ৫০ ॥

অস্ত্র-শস্ত্র ওঁচাইয়া মহাবলে,
হল্লা-রব করিয়া উভয়-দল মিলিল যে-স্থলে,
দল-পারাবার
হয়্যে একাকার
ঘুরণা-সমান ঘুরে আক্রমণ-বলে ॥ ৫১ ॥

দুই দিক্ হইতে দুর্ব্বার নদী
প্রচণ্ড তুমুল বেগে এক ঠাঁই আসি'-পড়ে যদি,
কলকল-ঘোষে
ফেণাইয়া-রোষে
উচ্চে ঠিকরিয়া-উঠে গগন স্পরধি' ॥ ৫২ ॥

তেমনি মাতিয়া-উঠি' রণ-মদে,
একত্র মিলিল আসি' দুই দল, তুমুল শবদে।
হুঙ্কার-নিনাদ
হয়্যে উনমাদ,
আর্ত্তনাদে ডুবাইল রুধিরের হ্রদে ॥ ৫৩ ॥

তোড়-পাড় হইতে-লাগিল দল,
অস্ত্র ঝঙ্কারিয়া-উঠি' জানায় কাহার কত বল।
জয়-জয়-রবে
এগোয় গরবে,
পিছোয় অমনি পুন', না পাইয়া স্থল ॥ ৫৪ ॥

বীর-সেনা সাক্ষাৎ শমন-দূত,
চসিয়া-চলিল দানবের ব্যূহ শস্ত্র-হল-যুত।
মাথা কাটা পড়ে,
তবু নাহি নড়ে,
কবন্ধ হইয়া লড়ে—একি অদভুত! ৫৫ ॥

কাটা মুণ্ড খট্ট-মট্ট চাহি'-রয়,
নয়নে ফাটিয়া-পড়ে রুধির, অনল বাহিরয়!
বাহু-পদ-হস্ত
গিয়াছে সমস্ত,
অস্ত-দিবাকর তবু তেজ উগরয়! ৫৬ ॥

বীর-পক্ষে তুরঙ্গ-সহায় আসে,
মুখময় ফেণ বহে, ঝড় বহে নাসার নিশ্বাসে।
অসি ধরি' হাতে,
জিনি বেগ-বাতে,
উড়ি'-চলে অশ্বারোহী সমর-উল্লাসে ॥ ৫৭ ॥

যুবা-ঘোড়-সোয়ার সুদরশন,
পিছাইয়া টানি' রাশ, রণ-মদে টলিছে ভীষণ!
দূর-হৈতে লখি'
বর্ম্ম-ঝকমকি,
করি'-দিল অরি-দল গুলি-বরিষণ ॥ ৫৮ ॥

শব-দেহ হইল মুহূর্ত্তে, বীর ;
পৃথিবীতে সটান হইয়া প'ল, বস্তু পৃথিবীর।
অশ্ববর কিবা
ফিরাইয়া গ্রীবা
চাহি'-দেখে প্রভু-পানে, দেহ করি' স্থির ॥ ৫৯ ॥

ক্ষণ-পরে নিকটে সরিয়া-যায়—
নোয়ায় লাগাম-খসা মুখ-নাসা অচেতন গায়।
শুঁকে যেই দেহ,
উথলিয়া স্নেহ
ডেবা-ডেবা আঁখি-দুটা সলিলে ভাসায় ॥ ৬০ ॥

রজো-ধূমে বলের বিস্তার ছাপি',
একেবারে অগণন তুরঙ্গ পড়িল-আসি' চাপি'।
কত অশ্ব পড়ি'
যায় গড়াগড়ি,
হ্রেষিয়া আছাড়ে পদ করি' দাপাদাপি ॥ ৬১ ॥

সাক্ষাৎ শমন সে-যে, হয়-রূপী ;
ক্ষণ-মাঝে আরম্ভিল আসিয়া দারুণ কোপাকুপি ;
কৃপাণের বল
শূন্য করে দল,
কেহ বা ওঁচায় খোঁচা, কেহ ধরে লুফি' ॥ ৬২ ॥

খোঁচা খেয়ে তুরঙ্গ খিঁচায় মুখ,
পিছায় দু এক পদ, পুন' হয় রণে-উনমুখ।
শত মুখে হায়
শত অস্ত্র খায়,
আঁচায় শোণিতে তবু নাহি মিটে ভুখ ॥ ৬৩ ॥

অশ্ব আসি' করিল দারুণ-কাণ্ড!
চুরমার করিয়া ফেলিল দল, যেন মৃদ্‌ভাণ্ড!
পড়ি'-যায় মুণ্ড
রুধিরের কুণ্ড,
দ্বিখণ্ড হইয়া পড়ে শরীর প্রকাণ্ড ॥ ৬৪ ॥

সাদি-দল-কেশরী কৃপাণ-নখে
এমনি করিল কাজ, অরি-করী আঁধার নিরখে!
শোণিত-বৃষ্টিতে
না পারি' তিষ্ঠিতে,
ছটকিয়া-পড়ে সবে, কে কা'রে আটকে ॥ ৬৫ ॥

বীর-পক্ষ প্রবল হইল ক্রমে,
হত-বল হইল দানব-দল বীর-পরাক্রমে।
বন্দুকের নল
হ'ল বীতানল,
শান্ত হ'ল দিগ্বিদিক্ ধ্বনি-উপশমে ॥ ৬৮ ॥

হেন-কালে দেখা-দিল মহামারী ;
ভয়ঙ্কর রাক্ষসী—না বাছে বৃদ্ধ, কুমার, কুমারী !
যাহার নিশ্বাস
জ্বলন্ত হুতাশ,
যম-সম দৃষ্টি যা'র সৃষ্টি-লোপ-কারী ॥ ৬৯ ॥

মহামারী নিরখিয়া স্বাস্থ্য-বীরে,
গদা-হস্তে ধাইয়া-আইল রোষে গর্জ্জিয়া গভীরে।
মারি' এক বাড়ি
স্বাস্থ্যে ফেলে পাড়ি',
ভ্রমি-গেল স্বাস্থ্য-বীর ব্যথা পেয়ে শিরে ॥ ৭০ ॥

শুনা-গেল ঘোর ডমরুর শব্দ,
কাঁপিতে কাঁপিতে সবে যুড়ে পাণি, হইয়া নিস্তব্ধ।
আসিছেন রুদ্র,
তপের সমুদ্র,
দারুণ-দর্শন যথা প্রলয়ের অব্দ ॥ ৭১ ॥

হস্তে মহা-ত্রিশূল, রক্ত-লোচন ;
কালানল-মূরতি স্ফুরতি পায়, প্রাণ-বিমোচন।
মাথাময় জটা,
শোণ-সম কটা ;
বক্র কটাক্ষিলে আর নাহিক বাঁচন ॥ ৭২ ॥

সাধ্য কা'র মুখ-প্রতি দেখে চেয়ে্য,
দূর-হৈতে নিরখিয়া পড়ে সবে পৃথ্বি-তল ছেয়ে্য।
শাসিতে রাক্ষসী
চরাচর-বশী
দাঁড়াইল রুদ্র-রস ; মারী এ'ল ধেয়ে্য ॥ ৭৩ ॥

রুদ্র কহে "স্থির হও যোধ-পংক্তি!"
রাক্ষসীরে বলিলেন "দেখিব তোমার আজি শক্তি!"
বলিল রাক্ষসী,
"কে হেন সাহসী—
যমেরে ঘাঁটায় আসি' কে এমন ব্যক্তি!" ৭৪ ॥

এত বলি' রাক্ষসী অনল শ্বসে ;
সেনা-সবে অমনি তাপিত শিরে হাত দিয়া বসে।
বিষাইল বায়ু,
শেষাইল আয়ু,
কৃশাইল বলবান্, তাহার তাড়সে ॥ ৭৫ ॥

রুদ্র-রস হুঙ্কারিল রোষ-ময় !
দিক্ অন্ধকার করি' জলধর গর্জ্জে অসময় !
বড় বড় শিল
হইয়া শিথিল,
পড়িল বারেক-দুই জনমিয়া ভয় ॥ ৭৬ ॥

ভাগি'-যায় তড়িৎ আকুল-বেশে ;
হড়্ মড়্ কড়্ মড়্ শব্দ হয় বিমান-প্রদেশে।
তড়িৎ-লহরী
বেড়ায় বিহরি'
নিখিল গগন-ময় একই নিমেষে ॥ ৭৭ ॥

স্বর্গে মর্ত্ত্যে এমনি বাধিল দ্বন্দ্ব,
তড়িৎ-চমক দেখি' আঁখি-সব হয়ে-প'ল অন্ধ।
গরজন-ধ্বনি
বাড়িল এমনি,
শ্রবণ-কুহর সব, হয়ে-গেল বন্ধ ॥ ৭৮ ॥

মুহূর্ত্তেক দাঁড়াইয়া ধৈর্য্য ধরি',
বজ্রে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া-প'ল মারী-ভয়ঙ্করী।
সর্ব্বাঙ্গ তাহার
হ'ল ছার-খার,
প'ল যেই ম'ল সেই মহা-নিশাচরী ॥ ৭৯ ॥

গগনে মগন হৈল রুদ্র-রস,
বিদ্যুৎ নিভিয়া-গেল, প্রশান্ত হইল দিক্-দশ।
ছিন্ন মেঘ-মাঝে
তারা-রত্ন রাজে,
ভীরু দিগঙ্গনা-গণে বিতরি' সাহস ॥ ৮০ ॥

দুরভিক্ষ কা'রো কাছে নহে ন্যূন!
মৃত্যু-কালে বৃত্রাসুর দিল তা'রে, রৌদ্দর-বরুণ,
দুই অস্ত্র বলি';
সেই বলে বলী,
দাক্ষ্যে বিনাশিতে-যায় দৈত্য নিদারুণ ॥ ৮১ ॥

সন্ধান করিল যেই বাণ-দ্বয়,
আগুণ হইয়া-উঠে গগন, বসন নাহি সয়।
শুখাইয়া তরু
পৃথ্বী হ'ল মরু,
দ্বাদশ তপন যেন একত্র উদয় ॥ ৮২ ॥

ক্ষণ-পরে আবার তেমনি বৃষ্টি!
মেঘে মুখ-ঢাকিয়া দেবতা-গণ ডুবাইল সৃষ্টি!
বৃষ্টি-রব ছাড়া
নাহি শব্দ-সাড়া,
বৃষ্টি-বিনা কিছু আর নাহি হয় দৃষ্টি ॥ ৮৩ ॥

জল পেয়ে প্রাণ-পেয়ে-উঠে তরু,
শষ্পি'-উঠে তৃণ-ভূমি, বাষ্পি'-উঠে তপ্ত যত মরু।
মনে পেয়ে আশা
হাসি'-উঠে চাসা,
মাঠ-ময় বাজি'-উঠে ভেকের ডমরু ॥ ৮৪ ॥

কাঁদিয়া বাড়ায় বৃষ্টি কৃষি-গণ!
লম্ফে-ঝম্পে ধরায় ভাঙ্গিয়া-পড়ে দুর্ব্বার গগন।
ব্যাঙে ডাকি' ব্যাঙে
মিছে গলা ভাঙে,
বৃষ্টিরবে সে রব পাতালে নিমগন ॥ ৮৫ ॥

দাক্ষ্য কিবা অদ্ভুত পরাক্রমে
যুঝিল অসুর-সনে, হটিল না বীর কোন-ক্রমে।
দুরভিক্ষ তারে
যত বাণ মারে,
সমস্ত কাটিয়া ফেলে একই উদ্যমে ॥ ৮৬ ॥

দেশ-ময় দাপিয়া-বেড়ায় দাক্ষ্য;
মুহূর্ত্তেক স্থির নাই হস্ত-পদ, মুখে নাই বাক্য।
মারিতেছে বাণ
অমোঘ-সন্ধান,
শত-শত বাহু জিনি ভীষণ-কটাক্ষ ॥ ৮৭ ॥

এক হস্ত শত কিংবা ততোধিক!
একই নিমেষে বীর তীরে-তীরে ঘিরে চারি দিক্।
দক্ষিণ, উদীচী,
পূরব, প্রতীচী,
কা'রে সামালিবে অরি নাহি পায় ঠিক॥ ৮৮॥

চারি-দিকে শোঁ শোঁ করে শিলীমুখ,
কোন্ দিক্ ঠেকাইবে! ভাবনায় কালি হ'ল মুখ।
হ'ল মতি-ভ্রম,
গেল পরাক্রম,
দাক্ষ্যের উদ্যম দেখি' দমি'-গেল বুক॥ ৮৯॥

স্তম্ভিত হইল যদি দেব-অরি;
বলদেব যুঝিতেন যেই অস্ত্রে, সেই অস্ত্র ধরি'
দাক্ষ্য মহা-শূর
বধিল অসুর,
অস্থি-সার দেহ তা'র বিদরি' বিদরি'॥ ৯০॥

সম্মুখে দেখিয়া, দ্বেষ, অনুরাগে,
এগোইয়া অমনি তাহার সনে দ্বন্দ্ব-রণ মাগে!
হয়ে মহা-ক্রুদ্ধ
বলে "দেহি যুদ্ধ,"
"এহি" বলে অনুরাগ তেমনি সোহাগে॥ ৯১॥

রোষানলে জ্বলিল দ্বেষের অঙ্গ,
বলে দৈত্য "আসি এই, দেখাই তোমায় এই রঙ্গ !"
এতেক বলিয়া
অসি নিকলিয়া,
হানিতে-লাগিল যেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ॥ ৯২ ॥

চর্ম্মে-বর্ম্মে পড়িতে-লাগিল চোট
তড় তড় শিলা-বৃষ্টি জিনি হয় শবদের স্ফোট।
দৈত্য মহা-দর্প
শ্বসে যেন সর্প,
বিকট করিয়া মুখ, দংশিয়া ঠোঁট ॥ ৯৩ ॥

অনুরাগ, তরুণ-অরুণ-চ্ছবি,
রহিল অটল-পদে, স্মরি' নিজ অমর-পদবী।
চাহে ক্ষণ-পরে
দ্বেষের উপরে,
কুজ্ঝটিকা-ঘন-প্রতি চাহে যথা রবি ॥ ৯৪ ॥

মন্ত্রাহত যেমন কুপিত ফণী,
অনুরাগ-নয়নে পড়িয়া দ্বেষ হইল তেমনি।
হ'ল মহাবলী
আড়ষ্ট পুথলী,
অসি-অস্ত্র খসি' পড়ে আপনা-আপনি ॥ ৯৫ ॥

আপনার অনলে আপনি দ্বেষ
জ্বলিতে-লাগিল তবে; যন্ত্রণার নাহি তা'র শেষ—
না যায় কহন,
না যায় সহন,
কেবল দহন-সার, নরক-বিশেষ! ৯৬ ॥

গুমরিয়া গুমরিয়া রোষানলে
তাপি'-উঠে কলেবর, ক্ষণ-পরে ধূ ধূ করি জ্বলে।
এমনি করিয়া
গেল সে মরিয়া,
শেষ হ'ল দ্বেষ-রিপু অনুরাগ-বলে ॥ ৯৭ ॥

যুঝে মৈত্র হেতায় উদার-প্রাণে;
বিষাক্ত করিয়া ছোরা চায় হিংসা তা'র মুখ-পানে।
অনভিজ্ঞ জন
জানে না কেমন
সে তাহার চাহনি, যে জানে সেই জানে ॥ ৯৮ ॥

ফণী থাকে যেমন পেটরি-ঢাকা,
বজ্র থাকে যেমন সামনে-করি' মেঘাবৃত রাকা,
হিংসার চাহনি
সেই-রূপ গণি,
সুযোগ-বিহনে শুধু ধৈর্য্য ধরি' থাকা! ৯৯ ॥